M. Heidegger : Authenticity and Inauthenticity

যথার্থ এবং অযথার্থ অস্তিত্ব

হাইডেগার ডজাইনের দুপ্রকার অস্তিত্বের ধরনের কথা বলেছেন,-যথার্থ অস্তিত্ব এবং অযথার্থ অস্তিত্ব, অস্তিত্বের এই প্রকারগুলি মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে নির্দেশ করে। যথার্থভাবে অস্তিত্বশীল মানুষের নিজের সম্পর্কে পরিষ্কার উপলব্ধি আছে, সে জানে তার প্রকৃত স্বরূপ কি, অপরদিকে অযথার্থভাবে অস্তিত্বশীল মানুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে চায় না, অন্ধভাবে দিনযাপনের গ্লানিকেই সে সাদরে বরণ করে নেয় দায়িত্বের বোঝা লঘু করার লোভে, কিন্তু যথার্থ এবং অযথার্থ অস্তিত্ব উভয়েই ডজাইনের সম্ভাবনাকে সূচিত করে।

যথার্থ বা প্রকৃত জীবন হল মনুষ্য-পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে রচিত জীবন, মনুষ্যত্ব এবং অমনুষ্যত্বের চরম দ্বৈততার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন হাইডেগার। তিনি এবং সার্ত্র একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই 'অস্তিত্ব' শব্দের ব্যবহার করতে চান, হাইডেগারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী একমাত্র মানুষই অস্তিত্বশীল, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, নদ-নদী, গরু-ঘোড়া, দেবদূত ইত্যাদি আছে, কিন্তু এগুলি অস্তিত্বশীল নয়, চৈতন্য অন্যান্য সবকিছু থেকে মানুষের আমূল পার্থক্য রচনা করে।

হাইডেগার বলেছেন, যথার্থ মানুষের (authentic man) তার নিজের সম্পর্কে, সে কে এ সম্পর্কে, পরিষ্কার বোধ রয়েছে, মানুষের যথার্থ অস্তিত্ব শুরু হয় তখনই যখন সে উপলব্ধি করে এবং সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে যে, সে আসলে কে, তার অস্তিত্ব কি? যথার্থতা এবং অযথার্থতা প্রতিটি ডজাইনের সম্ভাবনা, অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্ব, তথ্যতা এবং দৈহিক পতন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকলে তবেই মানুষ যথার্থ অস্তিত্বময় জীবনযাপন করার যোগ্যতা লাভ করে। সম্ভাবনা, বস্তুময়তা এবং পতিতাবস্থা (Existenz, Facticity, Fallenness)

সত্তাবিজ্ঞানগত স্বীকৃতির ওপরই যথার্থ অস্তিত্ব নির্ভর করে। অযথার্থ অস্তিত্ব সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে এবং পরতন্ত্রমুখ্য বাস করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভয়হীন অনিবার্যভাবে তার নিজস্ব সম্ভাবনা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠযথার্থ মনোনয়ন করে নিজেকে যথার্থ করে তুলতে পারে, নিজেকে জয় করতে পারে, আবার সেই যথার্থ মনোনয়ন না করে সে অযথার্থ হয়ে উঠতে পারে, নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে। এভাবেই হাইডেগার যথার্থ এবং অযথার্থ অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

যথার্থ অস্তিত্ব লাভের জন্য কর্তব্যের সংগ্রামের প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নৈতিক অহংকারের দিকে ধাবিত হবার একটা প্রবণতা থাকে এবং তার সবক্ষেত্রেই অযথার্থ বা অসার্থক অস্তিত্বের বড় বশীভূত। সে ছলনাময় আত্মবিস্মৃতির শিকার হয়ে এমন সমস্ত সাধারণ কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে, মনুষ্যজীবনের সার্থকতার জন্য যেগুলি একেবারেই মূল্যহীন। অন্য ব্যক্তির সঙ্গে নিজের অভিন্নতা প্রদর্শন করে সে এমন ভান করে, যেন এই দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবন নির্বাহ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। নিজের স্বরূপ চেনার জন্য সংগ্রামকে প্রত্যাখ্যান করে সে দৈনন্দিন কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই ক্রমাগত das Mann-এ পরিণত হতে পারলেই তার তৃপ্তি, কারণ এই অবস্থায় তাকে নিজের অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করতে হবে না, সে অনায়াসে লক্ষজনের একজন হতে পারবে, গড্ডালিকাপ্রবাহের মতো বেশিরভাগ লোক যেদিকে মত দেবে, নিরাপদে সে সেই মতকেই গ্রহণ করবে, তার সাফল্যের বা ব্যর্থতার ভাগাভাগি হবে অসংখ্য জনগণ কর্তৃক প্রতিটি সাধারণ তুলনামূলক, এইভাবে das Mann-কে যথার্থ অস্তিত্বের প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন হাইডেগার।

হাইডেগার জগত-মধ্যে-সত্তা (Being-in-the-world) এবং জগত-পরিবৃত-সত্তার (Being-in-the-midst-of-the-world) মধ্যে তার সত্তার সত্তাবিজ্ঞানগত এবং

আধিবিদ্যক দিকের পর্যাপ্ত করেছেন, মানুষ আবশ্যিকভাবে জগতে উপস্থিত। এই জগত থেকে মানুষ নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এমন কোন সত্তার স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না, যা বিচ্ছিন্নভাবে তার নিজেরই, অবশ্য এর জন্য এই জগতেই তার নিজেকে হারিয়ে ফেলে স্থূল ভৌতবিষয়সমূহের মধ্যে ডুবে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু মানুষ আক্ষরিক অর্থে জগতের মধ্যে নেই। তার জগত-মধ্যে-সত্তা জগতের কাছে নিছক উপস্থিত। আবার জগত-পরিবৃত-সত্তার অবস্থাকে হাইডেগার 'পতিতাবস্থা' (Fallenness) বলেও নির্দেশ করেছেন, অর্থাৎ 'পতিতাবস্থা', 'জগত-পরিবৃত-সত্তা', 'অযথার্থ অস্তিত্ব' - এগুলি হাইডেগারের বক্তব্যে সমার্থক হয়ে উঠেছে। পতিত অবস্থায় বা অযথার্থ অস্তিত্বের মধ্যে আমাদের কোন গভীর অনুভূতি থাকে না, থাকে শুধু তুচ্ছ ভীতি ও উদ্দেশ্যহীন উদ্বেগ। ব্যক্তি যদি এবার বুঝতে পারে যে, প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র, অন্য যে কোন মানুষ থেকে আলাদা এবং তার নিজের সম্ভাবনাগুলিকে নিজেকেই পূর্ণ করতে হবে তখন জগত সম্পর্কে তার উদ্বেগ সাধারণ মানুষ যেভাবে কাজ করছে ঠিক সেভাবে কাজ করার বা সমাজে অন্যান্য লোকেদের বাঁচার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তা করার উদ্বেগ না হয়ে হবে তার নিজের প্রকৃত আকুতি কর্মশক্তিকে পূর্ণ করা। যথার্থ অস্তিত্বের এ ধারণা কিয়ের্কেগার্ডের গভীর আত্মোপলব্ধির ধারণার অনুরূপ।

এ জগতে অস্তিত্বের সাথে সাথে আমরা অনস্তিত্বের কথাও ভাবি। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই অনস্তিত্বের ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং তা হল আমরা মরণশীল, আমরা যে একসময় আর অস্তিত্বশীল থাকব না — অস্তিত্বহীনতার এই উপলব্ধিই যথার্থ অস্তিত্বের পথে প্রথম পদক্ষেপ। 'Being and Time' গ্রন্থে হাইডেগার যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষের লক্ষণ দিয়েছেন মৃত্যুর প্রতি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে। মৃত্যুতেই মানুষের জীবনের সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি, যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষ হল সেই যে নিজের সসীমত্বকে

স্বীকার করে এবং সাহসিকতার সাথে মৃত্যু নামক তথ্যের মুখোমুখি হয়ে দৈনন্দিন অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা বা অর্থহীনতা থেকে মুক্তি পায়, আমরা আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনটি ভিন্ন উপায়ে ভাবেন। হাইডেগারের মতে পতিত বা অযথার্থ অস্তিত্বের মানুষ যদি কাল সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে সে শুধু বর্তমানকে নিয়েই মগ্ন থাকে। অতীত তার কাছে আকর্ষণীয় নয়, আর ভবিষ্যৎ হল তাই যা ঘটবে, কিন্তু একজন যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষের কাছে বর্তমান হল অতীত ও ভবিষ্যত্বের সমন্বয়। কেননা, সে জানে সে কি ছিল, কি হবার জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেখানেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ, এই আত্মজ্ঞানকে হাইডেগার বলেছেন বিবেক, এই বিবেকের দ্বারাই মানুষ তার চরম পরিণতি মৃত্যুর দিকে পরিচালিত হয়। হাইডেগারের মতে, যথার্থ অস্তিত্ব বা প্রকৃত সত্তা মৃত্যুর দিকে সত্তা (Being-towards-death), যা দুঃসমান থেকে মুক্ত।